সমকাল

তারিখ 18 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

প্রাথমিকেই ঝরে পড়ছে শিক্ষার্থীরা

■ নাসির লিটন ও হারুন বেপারী, *ভোলা*

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার আগেই ঝরে পড়ছে ভোলার প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন। নদীভাঙনে ভিটেবাড়ি হারিয়ে সপরিবারে অন্যত্র চলে যাওয়া ও দারিদ্র্যের কারণেই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার কারণ বলে জানা গেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর জেলার ১ হাজার ৮৭টি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার (পিইসি) জন্য ডিআর ভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ২২৪ জন। এর মধ্যে সব বিষয়ে অংশ নিয়েছে ৩৫ হাজার ৩৭০ জন। অনুপস্থিতির হার প্রায় ৫ ভাগ। তবে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৯.৫০ ভাগ পাস করেছে। এদিকে ৪৬০টি মাদ্রাসার ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার্থী ছিল ৭ হাজার ৪২২ জন। পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৬ হাজার ৩০২ জন। অনুপস্থিত ১ হাজার ১২০ জন।

চরফ্যাশন উপজেলার চর হরিষ আদর্শ গ্রামের মো. কবির হোসেন। সদ্য সমাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় তার রোল নম্বর ছিল ৬৭৭৬। বাবা নুর হোসেনের সঙ্গে দিনমজুরি করে পরিবারের জন্য বাড়তি আয় করতে গিয়ে পড়ালেখার ইতি টানতে হয়েছে। কবিরের দাদি রাবেয়া বিবি জানান, চার ভাই আর দুই বোনের বড় সংসার। বোনদের বিয়ে হয়েছে, বিয়ে করে আলাদা সংসার করছে এক ভাই। তারপরও সন্তানের খাওয়া-পড়ার ভার সইতে পারছে না দিনমজুর বাবা নুর হোসেন। তাই

ভোলা

ঝরে পড়া পিইসি পরীক্ষার্থী রাকিব

পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে বাবার পাশাপাশি বাড়তি উপার্জনে ক্ষেতে-খামারে কাজে যাচ্ছে কবির। জীবিকার টানে সাড়া দিয়ে একইভাবে শিক্ষাজীবনের স্বপ্ন চুরমার হয়েছে চর কলমী গ্রামের আবদুল খালেক হাওলাদারের ছেলে মো. মোকছেদের। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় তার রোল নম্বর ছিল ৬৭৭২। বেঁচে থাকার জন্য লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে মোকছেদ। মাসিক তিন হাজার টাকা বেতনে বাবুর্চির সহকারীর চাকরি পেয়ে পড়ালেখার স্বপ্নকে ফেলে ঢাকা শহরে চলে গেছে সে। এজন্য অভাবকেই দুষছেন মা রেনু বেগম। রেনু বেগম জানান, ৯ সন্তানের মধ্যে মোকছেদ ছিল অষ্টম। ছয় ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে বাবা-মায়ের বিশাল সংসার। তাদের দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট মেয়ে সীমা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে। বড় পাঁচ ছেলে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর ছেলেদের মধ্যে চারজন আলাদা সংসার করছে। অপর ছেলের আয়ে সংসার চলছে না।

উত্তর মঙ্গল গ্রামের জেলে আফসার মাঝির ছেলে রাকিব। পরিবারের অভাব অনটন রাকিবকে শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে দিয়েছে। রাকিবের বাবা আফসার মাঝি জানান, সারা জীবন অন্যের বাড়িতে আশ্রিত আছেন। দুই ছেলেকে নিজের করে একটু ঠিকানা দিতে তিন গণ্ডা জমি কিনেছেন। তার ওপর এক বছর আগে বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এসব মিলিয়ে অনেক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নিত্য অভাব অনটনের কারণে ছেলে রাকিবের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

মনপুরা উপজেলার চর কৃষ্ণ প্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৫ সালে পিএসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল দিনমজুর সিরাজের ছেলে মো. রাসেলের। জীবিকার সন্ধানে সপরিবারে চট্টগ্রাম চলে যাওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া হয়নি রাসেলের।